

মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে

কেহ কেহ এমন ভাব দেখায় যেন প্রচন্ড ব্যস্ত, একেবারে সময় নেই, ইত্তাদি ইত্তাদি। অন্যান্য ওয়েব সাইট তো পড়েই না, এমনকি, সদালাপ ও নিয়মিত পড়া হয় না। তলে তলে হয়ত সবই নিয়মিত পড়ে! প্রচন্ড ব্যস্ত, ওয়েব সাইট নিয়মিত পড়া হয়না, ইত্তাদি কাথাগুলো বলার কি দরকার? আমার মনে হয় নিশ্চয় কোন কারন আছে।

যদিও বিভিন্ন ই-ফোরামে নিয়মিত কিছু কিছু উঁচু মানের লিখা আসছে, তথাপি একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন জনাব জামিলুল বাসার। এতদিন মুসলিম বিশ্বের একটি বড় অংশ যে হাদিসগুলোকে ‘অকাট্য দলিল’, ‘মণিমুক্তা’, ইত্তাদি হিসাবে জেনে এসেছে তারই স্বরূপ অত্যন্ত জোড়ালোভাবে উন্মোচন করছেন জনাব জামিলুল বাসার। এর আগেও হয়ত কেহ কেহ করে থাকবে। তবে জামিলুল বাসারের সিরিজটি একটি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে এসেছে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য। ওনি অকাট্য দলিল-প্রমান সহ হাদিসগুলোকে একটি ‘বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন’ হিসাবে দ্বার করিয়েছেন। আমার বিশ্বাস কেহই ওনার লিখাগুলো খন্ডন করতে পারবে না। আর তাই যদি হয় তাহলে ইসলাম ধর্মের একটি ‘সাইড’ খুব ভাল ভাবেই উন্মোচিত হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। যে ‘সাইডটির’ উপর নির্ভর করে বড় বড় স্কলার থেকে শুরু করে মুনসি-মোল্লা পর্যন্ত সবাই ওয়াজ-মাহফিল করে থাকে। হাদিসের কেচ্ছা-কাহিনী, মৃত্যুর ভয়-ভীতি, কবর আযাবের ভয়-ভীতি, হাস্যকর সব কথা-বাত্তা ছাড়া মোল্লাদের পক্ষে ওয়াজ-মাহফিল করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। মূলতঃ হাদিসই তাদের বেইজ। তারা ভালো করেই জানে যে কোরানের আলোকে ওয়াজ-মাহফিল করতে গেলে মানুষ তেমন খাবে না! তাবলিগীরাও হাদিসের উপর বেশ জোর দিয়ে থাকে। তাছাড়া, শারিয়া আইনেরও একটি বড় অংশ এই হাদিসের উপরই নির্ভরশীল।

যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, কারো কারো ভাবটা এমন যেন প্রচন্ড ব্যস্ততার কারণে এই আর্টিকলগুলো পড়া হয় নাই। যেন, নজরেই আসেনি! তারা সপ্তম আসমান থেকে মাটিতে নেমে আসতে ভয় পায়। মেঘের আড়াল থেকেই তারা মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারে, যেন কেহ তাদের দেখছেন! এবং তারাও অন্যদের দেখছেন! কিন্তু মেঘ যে ধীরে-ধীরে কেটে যাচ্ছে তারা হয়ত সেটা বুঝেও না বুঝার ভান করছেন! তারই এক ছোট্ট উদাহরণ এখানে দেব।

আমার এক পরিচিত জন একজন ডক্টরেট এবং ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। মানুষ হিসাবে তাকে খুব ভালয় মনে হয়েছে। সহজ-সরল এবং বিনয়ী ও বটে! তার সাথে আমি মাঝে-মধ্যে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি। প্রথম প্রথম ওনি খুব রেগে যেতেন, কিন্তু আমি রাগতাম না! আমি যে ভাষা বা হাদিস এর উপরই প্রশ্ন করি না

কেন, উনি ব্যাখ্যা না দিয়েই বলতেন সব ঠিক আছে! যখন ওনি দেখলেন যে আমি নাছোড়বান্দা এবং লজিক ছাড়া কথা বলিনা তখন ওনি নমনীয় হলেন এবং সুর পালটে ফেললেন। তার পর থেকে বলার চেষ্টা করলেন, “থাকনা ভাই, ধর্ম নিয়ে এতো মাথা ঘামাও কেন!”, “তুমি ধর্ম নিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট কর!”, ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন, ‘ওই ব্যাপারটা’ ‘আমাদের’ উপরেই ছেড়ে দাও না ভাই!

ওনি প্রথম প্রথম আমাকে (আরো কিছু লোকের সামনে) বলতেন, আমাদের ধর্ম absolute truth এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বলতাম হয় আপনি absolute truth এর সংজ্ঞা জানেন না অথবা না জানার ভান করে আমাকে বা অন্যদের সম্বলিত করার চেষ্টা করছেন। ওনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাকে কিছুটা এড়িয়ে চলা শুরু করলেন (বিশেষ করে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা)। পরে একদিন ওনাকে খুব শক্ত করে ধরলাম এবং ধর্ম নিয়ে কিছু কঠিন প্রশ্ন করলাম। শেষে ওনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে ধর্ম অন্ধ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত! ওনার কথা শুনে আমি কিছু সময় স্তম্ভিত হয়ে ছিলাম। বলে কি উচ্চ শিক্ষিত মানুষটা! ওনি না জেনে থাকলে না বললেই পারতেন। এতদিন কেন তাহলে জোর গলায় absolute truth, absolute truth বলে আসছিলেন! অন্ধ-বিশ্বাস থেকে absolute truth এ যাওয়া হয়ত সম্ভব। কিন্তু absolute truth থেকে কিভাবে মানুষ অন্ধ-বিশ্বাসে নেমে আসতে পারে এ কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না!!! তার মানে ওনি নিজেই sure না যে ওনি সঠিক পথ ফলো করছেন কি না! নিজে sure না হয়ে মানুষকে কিভাবে ওনার ‘সঠিক পথে’ আসতে বলেন??? ওনি তাবলিগ করেন এবং সেখানে থেকে কিছু পয়সা-কড়িও আসে। এ সূত্রে সমাজে তার একটা ভালো স্ট্যাটাস ও আছে। সত্য না বলার সেটাই মেইন কারন। আর উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য তাবলিগ মহলে ওনার বেশ কদর ও আছে মনে হয়। ওনি নিজে অন্ধ বিশ্বাস জেনেও মানুষের কাছে ভান করছেন absolute truth বলে। ওনি যদি সত্য কথাটা (যেমনঃ ‘আমি জানি না’) মানুষের কাছে বলেন তাহলে এক্ষুনি ওনাকে তাবলিগ ছেড়ে দিতে হয়। আর সেই মহল এর মানুষই বা পরে তাকে কি নজরে দেখবে! যখন ওনাকে বললাম, আপনারা কি ধর্ম প্রচার করার সময় মানুষকে বলেন যে এগুলি কিন্তু শুধুই অন্ধ বিশ্বাস, আমরা নিজেরাই কিন্তু sure না, সত্য হইতে পারে আবার না ও হইতে পারে? ওনি আর কথা বলেন না!

আর শিক্ষিত মানুষগুলোরই বা কি হয়েছে সেটাও বুঝিনা! দেখি, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অনেকেই ওনাকে দোয়া-খায়ের করার জন্য ডাকে। ওনি নিয়মিত উঁচু মহল থেকে এ জন্য দাওয়াত ও পান। সময় অভাবে সবার দাওয়াত কবুল ও করতে পারেন না। তার জন্য ওনার গর্বের ও সীমা নাই! উঁচু মহল থেকে দাওয়াত পেয়ে মাঝে মাঝে ওনি আমাকে আভাসে বলার ও চেষ্টা করেন, ‘দেখলে তো!’ আমি মনে মনে বলি, হ্যাঁ দেখছি ‘কিছু শিক্ষিত মানুষ’ কিভাবে ধীরে ধীরে ভাত-মাছ ছেড়ে ঘাসের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে! এই যদি হয় উন্নত দেশে থেকেও ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার-

দের অবস্থা, তাহলে ৯০-৯৫% অশিক্ষিত, হত-দরিদ্র মানুষগুলোর যে কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখুন!

ওনি একদিকে যেমন দোয়া-খায়ের করার জন্য বাসায়-বাসায় যাচ্ছেন, আর এক দিকে খৃষ্টান মিশনারীজ হাসপাতালে যাচ্ছেন নিজেরই বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করার জন্য! আমি একদিন বললাম, আপনারা মানুষের রোগ-ব্যাধি সারানোর জন্য দোয়া-খায়ের করেন কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে কি হইল? আপনি নিজে হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন? ওনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন যে, “অসুখ-বিসুখ হলে খৃষ্টান ডাক্তারদের কাছে যাওয়ার অনুমতি আছে (নবীজী বলেছেন!)”। কে জানে নবীজী বলেছেন কি না! আর, আমি জানতে চাইলাম কি ওনি উত্তর দিলেন কি! এ তো একটি মাত্র উদাহরণ।

যাইহোক, সাধারণ মানুষ ইতোমধ্যে বুঝতে শিখেছে যে পলিটিক্যাল নেতারা তাদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কিন্তু তারা এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছে শিক্ষিত মোল্লাদের ব্যাপারে। শিক্ষিত মোল্লারা তাদের যেভাবে বুঝায় তারা এখনও ঠিক সে ভাবেই বুঝে!

কোরান-হাদিসে কি লিখা আছে না লিখা আছে সেটা বড় কথা নয় বলে আমি মনে করি। আসল কথা হইল মানুষ কিভাবে কোরান-হাদিস ব্যবহার করছে। কারন ৯০-৯৫% অশিক্ষিত, হত-দরিদ্র মানুষগুলো কখনও জানবে না যে কোরান-হাদিসে কি আছে আর কি নেই। *অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও তো কম-বেশী অনেক কিছুই লিখা আছে, নয় কি? পার্থক্য হইল, অন্যান্য ধর্মের শিক্ষিত মোল্লারা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে তন্ন-তন্ন করে ভাঙ্গ-হাদিস খুঁজে বের করে নিয়মিত ফতুয়া দিচ্ছেনা বা জিহাদের হাঁক ও দিচ্ছেনা।* আমি ব্যক্তিগতভাবে এও মনে করিনা যে terrorist-রা কোরান-হাদিস পড়ে পড়েই terrorist হয়েছে। শিক্ষিত মোল্লারাই এর উৎস বলে আমার ধারণা। শিক্ষিত মোল্লারাই সাধারণ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে। এরাই কিছু ইয়ং ছেলেদের বাছাই করে মগজ ধোলাই করে এবং তাদের ব্যবহার করে নিজেদের ফায়দা লোটে।

একমাত্র গণজাগরণ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এবং গণজাগরণ করতে হবে ৯০-৯৫% অশিক্ষিত, হতদরিদ্র মানুষগুলোকে নিয়েই। তাদের পক্ষেই সম্ভব ঐ শিক্ষিত মোল্লাদের প্রতিহত করা। উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী তথাকথিত ‘শিক্ষিত সমাজের’ দ্বারা সম্ভব নয়।

খুশির খবর এই যে কারো কারো লিখার স্ট্যাণ্ড এবং চিন্তা-ভাবনা দেৱীতে হলেও একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে!

কিছুটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। যারা মনে করে যে ধর্মগ্রন্থগুলো (বিশেষ করে কোরান) মানুষের লিখা (আমারও তাই ধারণা, কে জানে!), যারা বিশ্বাস করে আল্লা/ঈশ্বর/গড কাল্পনিক (বিশেষ করে আল্লা), যারা মনে করে যে ধর্মগ্রন্থগুলো এখন আর প্রযোজ্য নয় (সমসাময়িক সময়ে হয়ত প্রযোজ্য ছিল), যারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর আর আঁত্মা বলেও কিছু থাকবে না; তারাই যখন দেখি সেই কাল্পনিক আল্লাকে গালিগালাজ করছে বা হাজার বছর আগের একজন মৃত ব্যক্তিকে (যিনি অনন্ত কালের জন্য আর নেই, যিনি নিজেকে ডিফেন্ড করতেও পারবেন না!) অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে তখন তাদের rationality সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে বৈ-কি! *একটি কাল্পনিক সত্তাকে (ভূত বা ঘোড়ার ডিমের মত কিছু একটা) কিভাবে গালিগালাজ করা যায়!!! একজন মৃত ব্যক্তিকেই বা মানুষ কিভাবে গালিগালাজ করে!!!*

প্রফেট মুহাম্মদ (দঃ) কোরান-হাদিসের কোথাও স্পস্ট করে বলে গেছেন কিনা জানিনা, যে কোরান-হাদিস সর্ব-কালের মানুষদের অবশ্যই ফলো করতে হবে। আর যদি বলেই থাকেন তাতে হয়েছেটা কি? মানুষ তো অনেক কিছুই বলে থাকে, অন্যের উদ্দেশ্যে অনেক আদেশ-উপদেশ ই তো দিয়ে থাকে। সবাই তা ফলো করে নাকি? মুহাম্মদ (দঃ) তো আর এখন এসে কাউকে জোর করছেননা ওনার আদেশ-উপদেশ ফলো করতে। কোরান-হাদিস ফলো না করলেই তো পারি। কাল্পনিক আল্লা এবং প্রফেট মুহাম্মদ কে নিয়ে আমি এখন অন্ততঃ আর কোন সমস্যা দেখছিনা এবং ভবিষ্যতেও আর কোন সমস্যা হবে না। কারন, একজন কাল্পনিক আর একজন মৃত (আঁত্মা ও নাই!)। ফলে তাদের এসে আবার জোর-জবরদস্তি করার কোন প্রশ্নই আসে না। কি বলেন আপনারা?

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? *হাঁ, সমস্যা রয়ে গেছে। যারা এখনও মানুষকে জোর-জবরদস্তি করছে কোরান-হাদিস ফলো করানোর জন্য, তাদেরকে নিয়ে। যারা ব্যক্তিগতভাবে আল্লা এবং মুহাম্মদ কে বিশ্বাস করে, নামাজ-রোযা, ইত্যাদি করে মনে শান্তি পায় তাদের বাধা দেওয়ার অধিকার কারোরই নেই। অন্যান্য ধর্মেও এমন অনেক ফলোয়ার আছে, নেই কি? আর আল্লা এবং মুহাম্মদ কে গালিগালাজ করা মানে সমাজের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ ৯০-৯৫% অশিক্ষিত, হত-দরিদ্র, এবং নির্দোষ মানুষগুলোকে দূরে ঠেলে দেওয়া, তাই নয় কি?*

ফলে, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আল্লা এবং মৃত মুহাম্মদ কে irrationality গালিগালাজ না করে আমাদের বরং প্রতিহত করতে হবে সেই সব ধুরন্ধর মানুষদের যারা ধর্মের নামে (বা যে কারো নামেই হোক না কেন) যে কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করছে এবং সমাজে বিশৃংখলা ছড়াচ্ছে।

ধন্যবাদ।

আর. এস.